R. N. No. 2532/57

Phone No. 66-228, STD 03483

Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৬ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০২ সাল।
২১শে জুন, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

সিপিএম-ফঃ বঃ জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ বোর্ড গড়ছেন তাঁরাই

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২০ জুন ধুলিয়ান পুরসভার ভোট গণনা শেষে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সিপিএম-ফ: ব্লক জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। আরএসপি জোটে না যাওয়ার ফলে ৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে মাত্র ২টি আসন। একটি আরএসপি দলে নবাগত প্রাক্তন পুরপতি তরুণ সেন ও অপরটি ১৩নং ওয়ার্ডের আনোয়ার। কংগ্রেস এই পুরসভায় শোচনীয় ফল করেছে। পেয়েছে ১৮টি প্রার্থী দিয়ে মাত্র ৪টি। সেদিক দিয়ে বিজেপি আশাতিরিক্ত ফল করেছে। ৮ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন লাভ করেছে। প্রাপ্ত আসন সংখ্যার দলগত ফলাফল হলো—সিপিএম একক ৭, সমর্থিত নির্দল ২, ফ: ব্লক ১, আরএসপি ২, বিজেপি ৩, কংগ্রেস ৪। সেই প্রেক্ষিতে সিপিএম (সমর্থিত নির্দলসহ) এবং ফঃ ব্লক জোট ১৯টির মধ্যে ১০টি আসন পেয়ে বোর্ড গঠনের অধিকারী হলো। সেখানে কংগ্রেসের কোন বিকল্প সম্ভাবনা আশা করা যায় না। তবে জায়গাটা ধুলিয়ান। যেখানে আয়ারাম গয়ারাম খেলা স্বভাবজাত। সিপিএম সমর্থিত নির্দল প্রকাশ সিংহ ছিলেন বিজেপি এবং ফঃ ব্লক সমর্থিত অপর নির্দল সফর আলি পূর্বে ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক বলে খবর। আরএসপি'র বর্তমান জয়ী প্রার্থী তরুণ সেন জীবনে বহু দল করেছেন সেটা সবারই জানা। তাই রাজ্য নতৃত্বকে অস্বীকার করে এখানে তরুণ সেনের নেতৃত্বে আরএসপি যে কংগ্রেসে যোগ দেবেন না তা কেউ বলতে পারেন না। আবার বিজেপি সিপিএমকে দূরে রাখতে কংগ্রেস সমর্থন করবে না তাও বলা যায় না। আরএসপির (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর হাসপাতালের বিরুদ্ধে তদন্ত করে গেলেন এ্যাঃ ডিরেক্টর এবং সি এম ও এইচ টিম

রঘুনাথগঞ্জ : বিনা টেণ্ডারে খোলা বাজারে ওষুধ কেনা ও ওষুধগুলি হাসপাতালের ষ্টোরে না দেখানোর অভিযোগ পেয়ে তা তদন্ত করতে আসেন পঃ বঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরের এ্যাঃ ডিরেক্টর ও মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের ইনচার্জ। তিনি সব খুঁটিয়ে দেখে রায় দেন ষ্টোরকিপার আইন মাফিক কাজ করেছেন। কেন না বাইরের কেনা ওষুধ ষ্টোরের সরকারী ওষুধের সঙ্গে হিসাবে দেখানো যায় না। তবে তিনি বিনা টেণ্ডারে খোলা বাজার থেকে ওষুধ কেনার ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। তিনি লক্ষ্য করেন ষ্টোরকিপার কিংবা সুপার কেউই জেলা ষ্টোরে ইনডেণ্ট দিয়ে ওষুধ আনার কোন চেষ্টা করেননি। সুযোগ বুঝে বাজার থেকে ওষুধ কিনেছেন। এটাকে তিনি সম্পূর্ণ বে-আইনী বলেন এবং ভবিষ্যতে এ কাজ না করতে নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন একমাত্র জেলা ষ্টোর থেকে কোন ওষুধ না পাওয়া গেলে তবেই খোলা বাজারে কেনা যাবে। পরবর্তীতে ডেপুটি সি এম ও এইচ একটি টিম নিয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতাল ভিজিটে এলে বিনা ওর্ডারে প্রায় দু'লক্ষ টাকার ওষুধ খোলা বাজার থেকে কেনা হয়েছে ধরা পড়ে। এই ওষুধের মধ্যে বেশ কিছু ডেট পার হয়ে যাওয়া। এত টাকার ওষুধ কেনার ব্যাপারে এ্যাডভাইসারী কমিটিরও কোন অনুমোদন নেওয়া হয়নি।

আগামী ২৯ জুন পুরপতি নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুরসভা সূত্রে জানা যায় আগামী ২৯ জুন জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি নির্ব'চন হবে। ঐ দিনই প্রথাগত শপথ গ্রহণ শেষে সভাপতি নির্বাচিত হবার পর, সভাপতির পরিচালনায় পুরবোর্ডের পুরপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে। নতুন আইনানুযায়ী এরপর পুরপতি মনোনীত করবেন উপ-পুরপতি। জানা যায় উপ-পুরপতির কোন স্বতন্ত্র ক্ষমতা থাকবে না। যে কোন কাজই চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর সাপেক্ষে তাঁকে করতে হবে। অপর-দিকে বিধানসভার মত (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্বাচন ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরএসপি সিপিএমে সংঘর্ষ

ধুলিয়ান : নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডে আরএসপি ও সিপিএমের সংঘর্ষ বাধে। সিপিএমের পরাজিত প্রার্থী ফারুক হোসেনের স্ত্রী থানায় অভিযোগ করেন আরএসপির বিজয় মিছিল থেকে তাঁর উপর হামলা করা হয়। তিনি দশজনের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে ও বাকী ৭ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টিনটিনা গ্রামে ত্রিশটি বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হলো

ফরাক্কা : এই থানার মুসলমান প্রধান গ্রাম টিনটিনা আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। এই গ্রামে মাত্র একশো ঘর চাঁই ছাড়া সবাই মুসলমান। চাঁইদের এক অংশের অভিযোগ মুসলমান বিত্তশালীরা কয়েকজন চাঁইকে হাত করে বাকী গরীব চাঁইদের এখান থেকে উচ্ছেদ করে তাঁদের জমি বাড়ী জিরেত দখল করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে। যার ফল প্রায়ই তাদের উপর আক্রমণ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০২ সাল

।। কত অসহায় ! ।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯,৬,৯৫)-র প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছবি। ছবিটি তুলিয়াছেন ঐ পত্রিকার চিত্রসাংবাদিক (সম্ভবতঃ) শ্রীঅশোক মজুমদার। ছবিতে কী দেখা গেল ? বুথ জ্যাম সরাইতে গিয়া ব্যারাকপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বি এন রমেশ সিঁথি শিক্ষায়তনের সামনে এক প্রভাবশালী দলের ক্যাডারদের হাতে নিগৃহীত হইতেছেন। তর্জনীর দ্বারা তর্জন, মুখে মধুবুলি বর্ষণ, চক্ষুর রোষ-কষায়ন, উর্দির কলার আকর্ষণ ইত্যাদি প্রকারের শাসানিতে উপরিলিখিত পুলিশ অফিসার (উচ্চপদস্থ) অসহায় অবস্থায় দণ্ডায়মান। চিত্র সাংবাদিক এমন একটি ছবি উপহার দিয়া কত যে ধন্যবাদার্হ হইতেছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

উর্দি পরিহিত অবস্থায় অর্থাৎ কর্ম্মরত থাকাকালীন কোনও পুলিশ অফিসার এবংবিধ নিগৃহীত হইবার সময় তাঁহার আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা উক্ত নিগ্রহকারীকে যদি হত্যাও করিতেন, তাহাতে দূষণীয় কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি ধীর-স্থির-অকম্পিত থাকিলে বুঝা যাইবে যে, হয়ত তাঁহার কোন সংজ্ঞাচেতনা ছিল না অথবা 'কিছু করিলে যদি কিছু হয়'—ভীতি তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমাদের আলোচ্য ছবির পুলিশ অফিসার এহেন পর্যায়ে পড়েন কিনা জানা নাই, তবে এই চিত্র সকলের জ্ঞানচক্ষু নিশ্চয়ই খুলিয়া দিবে এই চিন্তায় যে, আমরা কোথায় আছি।

বস্তুতঃ এই রাজ্যে এখন ক্যাডাররাজের প্রাধান্য। সেখানে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা গৌণ। আজ যে ক্যাডার 'কিং কং' সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে সামাল দিবার ক্ষমতা কিং কং-রূপকারদের নাই। রাজ্য প্রশাসনের এই যে শোচনীয় রূপ, ইহার পরিণতি যে কী, তাহা যে কোনও চিন্তাশীল মানুষকে ভাবাইয়া তুলিবে। 'তোল্লা' না দিয়া উপায়ই বা কী ? নির্বাচন বৈতরণী উত্তরণের উপায়গুলি—প্রক্সিভোট, ছাপ্পা ভোট ইত্যাদি সাধনের ব্যবস্থাপক যে উক্ত বাহিনী। সুতরাং সেখানে পরিচ্ছন্ন ভোট যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া পুলিশ যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে ত হাঙ্গামের কিছু থাকে না। কিন্তু পুলিশের সার্বিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও যদি দুই একজন কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী থাকেন, তবে তাঁহাদের উপর হুজ্জত হাঙ্গাম না হইবে কেন ?

রাজ্য পুলিশ মন্ত্রী তাঁহাদের নিরাপত্তা তথা সম্মানের সহিত কর্তব্য সম্পাদনের কী প্রতিশ্রুতি দেন, আমাদের জানা নাই। পুলিশও হয়ত জানিয়া থাকিবেন—'হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে,/আছে যে ভাগ্যে লিখা'।

অথচ এই পুলিশ শাসকপক্ষের জন্য কত কী না করেন ! তাঁহারা মানুষের কতই না নিন্দাভাজন হন। কিন্তু যেখানে ব্যক্তির নয়, পদের তথা কর্তব্যের তথা উর্দির সম্মান ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, সেখানেও চুপ করিয়া নীরবে সহ্য করিয়া চলিবার মত ট্রাজেডি আর কিছু নাই। তর্জন-গর্জনকারীদের শাসানি সহ্য করিয়াও নিগৃহীত পুলিশ অফিসার যদি বলিয়াই ফেলেন—'ও কিছু নয় ; অমন ত দু-একটা হতেই পারে,' তাহাতেও আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্ত শক্তি হার মেনেছিল লাল ফৌজের নিকটে। এ বছর সেই বিজয়ের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি। ১৯২২ সালে ইতালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে এর উদ্ভব এবং তার অস্তিত্বকাল অনধিক ২৩ বছর। ফ্যাসীবাদ নিকৃষ্ট মতবাদ, বলা যায় সাম্রাজ্যবাদের এক বিকৃত রূপ। মানবতার বিরোধিতা এর চারিত্র বৈশিষ্ট্য। কারো কারো মতে— ফ্যাসীবাদ হ'লো সভ্য মানুষের নগ্ন অসভ্যতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধনতন্ত্রের যখন অবক্ষয়িত অবয়ব দেখা দেয় তখনই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে। 'সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক বিশ্ব বিজয়কে প্রতিহত ও পর্য্যুদস্ত করার জন্য যুদ্ধোত্তর আর্থিক বিপর্য্যয় থেকে ধনতান্ত্রিক স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য এই ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের সৃষ্টি।' সারা পৃথিবীকে নতুন করে ভাগ করে তার সিংহভাগ করায়ত্ত করার জন্য নাৎসী জার্মানীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে জার্মানী, জাপান এবং ইতালীর এক শক্তিশালী গোষ্ঠী। 'সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের মধ্যে তাদের পরস্পর বিরোধী মোর্চা আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে জার্মানী, জাপান ও ইতালী মিলে তিন শক্তির ফাসিস্ত ব্লক অন্যদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।' সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আন্তর্জাতিক বাজার দখল এবং নবসৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েতকে নষ্ট করার এক ঘৃণ্য অপপ্রয়াস তখন চলতে থাকে। বিশ্বরাজনীতিতে সৃষ্টি হয় এক জটিল ঘূর্ণাবর্ত। ফ্যাসীবাদ এই পরিস্থিতির ফসল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। ফ্যাসীবাদ ছিল 'পাশব শক্তির পথ, বিরোধের পথ, বর্ব্বরতার পথ।' বাক্ স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করা এবং বিবেকের বিরুদ্ধে ব্যক্তি মানসকে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে থাকতে বাধ্য করা ছিল এর লক্ষ্য। ফ্যাসীবাদের ফলেই আইনষ্টাইনকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। গ্যাসচেম্বারে ভরে নারী পুরুষ শিশুদের বীভৎস মারণ যজ্ঞ চলে। উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ফ্যাসীবাদের বর্ব্বতায় সারা ইউরোপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে জেগে ওঠে বিশ্ববিবেক। মানবতা ও শান্তির সপক্ষে গড়ে উঠে জনমত। 'ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীদের বেপরোয়া যুদ্ধ প্রস্তুতি, রণহুংকার এবং আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বার্‌বুস ও রোমারোঁলা প্যারীতে বিশ্বশান্তি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন এবং সেই সময় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের ভারতীয় কমিটি গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিবিদ ছিলেন না ঠিকই তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠ। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ থেকে বার বার বেরিয়ে এসেছে তীব্র প্রতিবাদ। তার কারণ হলো—তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি আস্থাশীল এবং শান্তি ও মানবতার প্রতি গভীর বিশ্বাসী। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সেই বিশ্বাস বহন করে গিয়েছেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোকে তিনি পাপ বলে মনে করতেন। সাম্রাজ্যবাদ যে দুর্বলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাছে সকলের বিকাশের স্বার্থকে বলি দেওয়া যে সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন।' তাই প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন—'উপনিবেশিক স্বার্থ সংঘাতই হলো আধুনিক মহাযুদ্ধের উৎস। যুদ্ধের মতো, সাম্রাজ্যবাদের মতো ফ্যাসীবাদের প্রতিও ছিল তাঁর সুতীব্র ঘৃণা কারণ 'যাকে বলে সভ্যতা, যা কিছু নিয়ে সভ্যতা তার সংহারে সে অলজ্জ, অকুণ্ঠ এবং গর্বিত।' এদের বিরুদ্ধে তিনি চিরকালই বাণীকণ্ঠ, বজ্রকণ্ঠ। শুধু বিবৃতি দিয়ে নয়, প্রতিবাদ জানিয়েও নয়, অন্তরের গভীরে অনুভব করেছেন তীব্র ঘৃণা। তাঁর রচনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর অন্তরের ক্ষোভ, যন্ত্রণা, ঘৃণা। মৈত্রেয়ীদেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর এই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়—'চীনদেশের কাহিনী আর শুনতে পারিনে। ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিওর খবর শুনি। কিন্তু না শুনেও তো পারিনে। চোখ বুজে তো বেদনার অন্ত করা যায় না। এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ্য হয়ে উঠলো। এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে ..... এ নৃশংসতা আর কত দেখবো !' ১৯৯৩ সালে

ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে 'কালান্তরে'র একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন : 'আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করার জন্য সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে বুক ফুলিয়ে। সভ্য ইউরোপের সর্দ্দার পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার লঙ্ঘন করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে ইউরোপের ইতিহাস থেকে।.....তারপর চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে ইউরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজমের নির্বিচার বর্ব্বরতা।' ফ্যাসিস্ত শক্তি চীন ও স্পেন আক্রমণ করলে রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর আবেগময়ী ভাষায় বিশ্ব বিবেকের কাছে জ নিয়ে দিলেন আহ্বান : "At this hour of the Supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity." সেই সঙ্গে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত হলো তাঁর বিবেকের বাণী—'The devasting tide of International Fascism must be checked. ..... civilization must be sowed from its swamped by barbarism.' ফ্যাসীবাদ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ চার্লস্ এনড্রুজকে একখানা চিঠিতে লেখেন—'ফ্যাসীবাদের কর্মপদ্ধতি ও নীতি সমগ্র মানব জাতির উদ্বেগের বিষয়।.....পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি সযত্নে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে লালনপালন করে পৃথিবীর সামনে এক ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি করেছে।'

১৯৩৯ সালে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠি হতে কবির মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে—'দেখলুম দ্বারে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্য শক্তির রাষ্ট্র মন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় উদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রা পংক্তির দ্বারা চীনকে খুবলে খাওয়া। .....দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্য শক্তি নির্বিকার চিত্তে অ্যাবিসিনিয়াকে ইতালীর হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জার্মানীর বুটের তলায় গুড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন্-ইন্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাকেট নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একাগ্র মনে কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজম ত নাৎসীজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয়না।' বিপন্ন আয়ারল্যাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন —'Things that are happening in Ireland are ugly.' চেকোশ্লোভাকিয়ায় যখন হিটলারের আগ্রাসন চলছিল তখন দার্শনিক লেস্লিকে লেখেন—'আপনাদের দেশে যা ঘটেছে তা সহানুভূতিযোগ্য, স্থানীয় দুর্ভাগ্য মাত্র নয়।'

চীন-জাপান যুদ্ধ নিয়ে জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধ দেখা যায়। সেখানেও তিনি চীনকে সমর্থন করে বলেন 'Her civilization is displaying marvellous resources.'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসীজমের জনক মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইতালী গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে ফ্যাসিস্ত শাসনের ভয়ংকর দিকগুলো তাঁর নজরে আনা হয়নি। পরে রোমারোঁলার নিকট থেকে কবি ফ্যাসিস্ত ইতালীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হন এবং তারপর তিনি ইতালীর নিন্দা করে প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন : Under the name of Fascism, we see everywhere crushed or threatened all the conquest of Freedom that had been achieved by centuries of sacrifice and strenuous efforts.' আবিসিনিয়া, চীন, স্পেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া যখন ফ্যাসিস্ত আক্রমণে পর্য্যুদস্ত তখন বেদনার্ত্ত কবি প্রান্তিকের একটি কবিতায় উচ্চারণ করলেন—'দেখিলাম একালের/ আত্মঘাতি মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার বিকৃত রূপ।' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এরা হলো 'সভ্য শিকারীর দল।' এরা 'দেশ বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত।' ইথিওপিয়ার উপর ফ্যাসিজমের উদ্ধত আক্রমণে বেদনাহত রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে লেখেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আফ্রিকা'। কবি শোনালেন তার স্বরূপ—'সভ্যের বর্ব্বর লোভ/নগ্ন করলো আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।' বল্লেন—'নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস'। অথবা 'দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী/ তুলেছে কুটিল ফণা।'

ফ্যাসিবাদের আত্মঘাতী উন্মত্ততা, বিকৃত কদর্য্য রূপ, স্পর্ধিত ক্রূরতা, নির্লজ্জ হুঙ্কার রবীন্দ্রনাথকে সেদিন গভীরভাবে বিচলিত করেছিল, ক্ষুব্ধ করেছিল, প্রতিবাদী করে তুলেছিল। তাই সেদিন তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হয়েছিল বিবেকের কাছে প্রার্থনা :

'শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,/কণ্ঠে মোর আনো বজ্র বাণী, শিশু ঘাতী, নারী ঘাতী/কুৎসিত বীভৎসা পরে।'

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে পদযাত্রা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ জুন মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড্ লীগ ও নারী অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতি স্থানীয় শাখার উদ্যোগে মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণ থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে একটি পদযাত্রা ফুলতলা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ফুলতলা মোড়ে পথসভায় ঐ দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন বিভিন্ন বক্তারা। গাছকাটা বন্ধ করে এবং বৃক্ষ রোপণ করে পরিবেশের ভারসম্য ফিরিয়ে আনতে বক্তারা সকলকে অনুরোধ করেন। লীগের সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস, অমল হালদার, নারী অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতির পক্ষে আল্পনা রায় চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন বলে খবর। মহকুমা হাসপাতাল থেকে ফেডারেশনের পক্ষে বিজয় মুখার্জীও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

রাজ্য নাট্যোৎসব ও প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ মে থেকে ৯ জুন '৯৫ বহরমপুর রবীন্দ্র ভবনে পঃ বঃ নাট্য আকাডেমির ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধক চিত্রাভিনেতা অনিল চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে রাজ্য নাট্যোৎসব ও নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র মন্ত্রী আনিসুর রহমান, জেলা সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী। অভিনীত হয় অনিকেত সন্ধ্যার হযবরল সহ অন্যান্য নাট্য গোষ্ঠীর বিভিন্ন নাটক। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফরাক্কার জুঃ ইঃ এ্যাসোসিয়েশন কালচারাল ইউনিটের গোপাল ছেত্রী, মরীচি, জালালপুরের সীমা দাস, মালঞ্চের সুব্রত পাল। ত্রাণ মন্ত্রী ছায়া ঘোষও এই অনুষ্ঠানে পরবর্তীতে যোগ দেন।

গরু চোর ধরেও পুলিশ ছেড়ে দিল

সাগরদীঘি : সম্প্রতি এই ব্লকের মনিগ্রামের তোয়ব সেখের বাড়ী থেকে দুটি গরু চুরি যায়। তোয়ব সেখের ছেলে মতিউর রহমান থানায় খবর দিলে পুলিশ তদন্তে এসে ঐ গ্রামের সুকা সেখকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। সুকা স্বীকার করে সে গরু দুটি রঘুনাথগঞ্জ থানার বহড়া গ্রামের ইসলাম সেখ ও রব্বান সেখকে বিক্রি করেছে। কিন্তু পুলিশ অজ্ঞাত কারণে সুকাকে ছেড়ে দেয়। সুকা গ্রামে ফিরে গিয়ে মতিউরকে খুন করার ভয় দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় গ্রামের মানুষ থানার আচরণ দেখে বিস্মিত ও আতংকিত।

তথ্যসূত্র : ১) রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা : চিন্মোহন সেহানবীশ। ২) রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজতন্ত্র : অমরেশ দাস ৩) রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : পঃ বঙ্গ সরকার তথ্য বিভাগ ৪) যুব মানস ১৯৮৫/১৯৮৭ সাল ৫) কালান্তর : রবীন্দ্রনাথ ৬) প্রান্তিক : রবীন্দ্রনাথ।

সিপিএম বোর্ড গড়ছেন (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জনৈক নেতাকে তাঁরা ফ্রন্টের সঙ্গে যোগ দেবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন সেটা আর সম্ভব নয়। তবে আমরা কংগ্রেসকেও সমর্থন করবো না। এটা স্থানীয় দলনেতার বক্তব্য হলেও জয়ী প্রার্থীদের তাঁরা যে তাঁদের মতে রাখতে পারবেন সে সম্ভাবনা কম বলেই মনে হয়েছে এই সংবাদদাতার। কেননা সিপিএমের উপর আরএসপি প্রার্থীরা তো বটেই স্থানীয় কর্মীদের বড় একটা অংশও ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। তাঁরা ফ্রন্টের নাক কেটে সি পি এমের যাত্রা ভঙ্গের পক্ষপাতি। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস বিজেপি আর এসপি এক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তা হতে পারলে তাঁদের দলগত সংখ্যা দাঁড়াবে ৪+৩+২ অর্থাৎ ৯। ১৯ আসনযুক্ত পুরসভা দখল করতে তখন প্রয়োজন হবে ১ জনের। সেটা নির্দল থেকে যোগাড় করা খুব একটা অসম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে প্রকাশ সিংহ কিংবা সফর আলি কেউই কমিটেড বা কট্টর সিপি এম বা ফঃ ব্লক নয়। তাই শেষ পর্যন্ত বোর্ড কে গড়বে ধুলিয়ানের ক্ষেত্রে বলা কঠিন। তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে বাম দলই বোর্ড গড়বে বলা যায়।

ওয়ার্ড অনুযায়ী প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোট

ওয়ার্ড ১ আঙ্গুরা বিবি নির্দল ৪২১, তোহমিনা বিবি নির্দল ৩৯
সেলিনা খাতুন কং ৭২৯, হামিদা বেওয়া সিপিআইএম ৫২১
হেলেন্নর বিবি আরএসপি ১৭২

২ আফতার সিপিআইএম ৫৮৩, ফারুক নির্দল ২৬৮
মোহাঃ আনেস্থর কং ৩৯০

৩ আতাউর রহমান সিপিআইএম ৭৩৮, আবদুস সুকুর নির্দল ৮
ইসলাম নির্দল ৯, এন্তাজ আলি কং ৬৪০
খুরসেদ আলি নির্দল ৭, জাহাঙ্গীর নির্দল ৭
মোহঃ ফারুক হোসেন নির্দল ১২, সেখ নেজাম নির্দল ১৮

৪ জিন্নাতুননেশা বিবি নির্দল ১৩, মান্নুয়ারা খাতুন কং ১৩১০
রেখা বিবি সিপিআইএম ৯৮১

৫ খুসী সরকার বিজেপি ৬৯১, চঞ্চলা সরকার সিপিআইএম ৫৬১
সিংহ ছায়া কং ৩২৬

৬ প্রকাশ সিংহ নির্দল ৬৮৫, মিত্র অপরেশ কং ২৩
সত্যদেব গুপ্ত বিজেপি ৪৯৩

৭ তরুণ সেন আরএসপি ৩৮০, বরেন্দ্রনাথ সিংহ বিজেপি ৩১১
মণ্ডল তারাপদ ফঃ ব্লক ২৭১, মণ্ডল দেবাশীষ নির্দল ৪১
মহালদার আবদুল নির্দল ৭, সেখ আজাদ কং ১৯

৮ আঙ্গুরা খাতুন নির্দল ৩৩, তানজিরা বিবি বিজেপি ৩০
নিরুপমা দাস আরএসপি ৫২, বেলী বিবি কং ৬১০
সাহানারা বিবি নির্দল ২৭, হোসনারাবান্নু সিপিআইএম ৮০০

৯ দেলওয়ার হোসেন নির্দল ৭৮, মর্তুজা আলী কং ১৩০৯
মহঃ সাফাতুল্লাহ সিপিআইএম ১৩৯৫

১০ আনসারী আসরাফ নির্দল ৭, কাশীনাথ রায় বিজেপি ৫৯০
গিয়াসুদ্দিন কং ৩৫, তরুণ দাস আরএসপি ৯১
শ্যাম ঘোষ নির্দল ১০, সুন্দরকুমার ঘোষ সিপিআইএম ৫৭৫

১১ ইসমা বিবি আরএসপি ৭৩, জারমেনা বিবি নির্দল ১১
জেসমিনাআরা বিবি সিপিআইএম ১১০৯, তহমিনা বিবি নির্দল ৩২
নুরবান্নু বিবি কং ১০১৩

১২ কামালউদ্দিন কং ৫৫১, সফর আলি নির্দল ৬৩০
সামসুদ্দিন সেখ নির্দল ৬, সেখ নেজাম নির্দল ১

১৩ আনোয়ার আরএসপি ৪৫২, আনোয়ার হোসেন কং ১০৩
গেনু সাহা নির্দল ১১৬, চন্দন সাহা বিজেপি ২১৫
ফারুক হোসেন সিপিআইএম ৪৪৫, বরজাহান মির্দ্ধা নির্দল ৮৬
হরোজ বিশ্বাস নির্দল ২৬

১৪ মমতাজ বেগম নির্দল ৩০১, মুকলেমা বিবি কং ৮২১
মেহেদী বেগম ফঃ ব্লক ৫৬৭, সুমিত্রা প্রামানিক নির্দল ১০
সুষমা বিবি নির্দল ১১

১৫ আনোয়ার সিপিআইএম ৭১৫, আলাউদ্দিন বিশ্বাস নির্দল ৬
ফজলুর রহমান কং ৫৯৭

১৬ আতাউর রহমান নির্দল ২, খাদেম আলি ফঃ ব্লক ৪৭৪
গোলমোহাম্মদ কং ৬৫৫, দিলীপকুমার ঘোষ বিজেপি ৫৭১
নুরুল ইসলাম নির্দল ৬, মোকলেসুর রহমান নির্দল ১০
রামপ্রসাদ মণ্ডল আরএসপি ২৩৬, শিষমহঃ নির্দল ৬৭
সেখ সামসুল নির্দল ৩

১৭ মণিকা সিংহ আরএসপি ৫৯১, লায়লা আঞ্জুমান নির্দল ২
সিংহ বসুমতী ফঃ ব্লক ৬৪৩

১৮ আইনুল হক কং ৫০৭, আসগর সেখ আরএসপি ৩২
বদরুল হক সিপিআইএম ৭৫৯, মাইনুল নির্দল ৮
মাইনুল আহাসান নির্দল ১০

১৯ ইন্দ্র সাহা সিপিআইএম ৪৪৯, জৈন সঞ্জয় কং ৩৫১
প্রামাণিক বিশ্বনাথ নির্দল ২, মোসবার নির্দল ৩
রমেশ বসাক নির্দল ৭, শরৎ গুপ্ত বিজেপি ৪৫১।

ত্রিশটি বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হলো (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নেমে আসছে। এবার গত ১৮ জুন সীতারাম মণ্ডল ফরাক্কা থানায় কুলেশ মণ্ডল, উপেন মণ্ডল প্রমুখ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তাঁরা তাঁর বাড়ী ঘর ভেঙ্গে দিয়েছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ গ্রামবাসীদের কারো কথা শোনে না বা অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার করার চেষ্টাও করে না। পুলিশ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীতারামের নেতৃত্বে বেশ কিছু দুষ্কৃতি গ্রামবাসীদের উপর চড়াও হয়ে বোমা ফাটায়। বোমার আগুনে দরিদ্র গ্রামবাসীদের ৩০টি বাড়ী ভষ্মীভূত হয়। দুষ্কৃতিরা এই সব মানুষের বাড়ীর যাবতীয় লুটপাট করে। মহকুমা পুলিশ অফিসার সংবাদ পেয়ে ফরাক্কা থানার ওসিকে সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে যান। তিনি অবস্থা আয়ত্বে এনে গ্রামে শান্তি রক্ষার্থে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসান। সংঘর্ষের সময় গ্রামের দুইজন অতীশ মণ্ডল ও স্বপন মণ্ডল গুরুতর আহত হন। তাঁদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে।

২৯ জুন পুরপতি নির্ব্বাচন (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতি পুরসভাতেই হবে চার সদস্যের একটি করে মেয়র পরিষদ। এঁদের হাতে বিভিন্ন দপ্তরের কার্য্যভার থাকবে। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে সেই সব দপ্তর পরিচালনা ও খরচ খরচা সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত দিয়ে অর্থ মঞ্জুরী দিতে পারবেন। অবশ্য এই ৪ জনকে মনোনীত করবেন চেয়ারম্যান স্বয়ং। এ ছাড়া থাকবে ওয়ার্ড কমিটি। ওয়ার্ড কমিটিতে কমিশনাররা (বর্তমানে কাউন্সেলার) তিনজন ও পুরপতি ১ জন মোট চারজন মনোনীত সদস্য নেবেন। তাঁরা ওয়ার্ডের উন্নতি, সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা প্রদত্ত হবেন।

নির্ব্বাচন ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরওয়ানা জারী করে। আরএসপিও দুটি পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। তাতে জানানো হয় এই ওয়ার্ডে হেরে গিয়ে সিপিএম আরএসপি সমর্থকদের উপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে। পুলিশ কাউকে সে সম্বন্ধে গ্রেপ্তার না করায় মহকুমার আরএসপি নেতা প্রদীপ নন্দী এসডিপিওর কাছে পুলিশের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন। এসডিপিও শ্রীআদক প্রদীপবাবুকে আইনমত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বলে জানা যায়। অন্য দিকে আরএসপির যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হয়। বাকী ৭ জনও ২১ জুন কোর্টে হাজির হলে সকলকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।